সমকাল

তারিখ 04 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি পিরামিড কাঠামোতে

কোর কমিটির প্রস্তাবে শিক্ষকদের 'না'

■ সাব্বির নেওয়াজ

জনপ্রশাসনের মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতিতেও 'পিরামিড' কাঠামো (নিচের দিকে শিক্ষক বেশি, উপরের দিকে কম) অনুসরণ করতে চায় সরকার। তবে নতুন এ প্রস্তাব নিয়ে এরই মধ্যে বেঁকে বসেছেন শিক্ষকরা। তারা বলেছেন, কোনোভাবেই এ কাঠামো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। অভিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সেখানে বেশি রাখা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও পদোন্নতির সংখ্যা নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট 'কোর' কমিটির সঙ্গে শিক্ষকদের এখন জোর দরকষাকষি চলছে। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত দুটি বৈঠক ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষকরা তাদের দাবির পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বাধীন কোর কমিটি শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের 'পিরামিড' আকৃতি অনুসরণ করে প্রস্তাব দিতে শিক্ষকদের আহ্বান জানান। তবে আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলছেন, জনপ্রশাসন আর বিশ্ববিদ্যালয় একই রকম প্রতিষ্ঠান নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে 'পিরামিড' কাঠামো কার্যকর করার কোনো সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মতামত চেয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। ৭ ফেব্রুয়ারি রোববার ইউজিসির সঙ্গে কোর কমিটি বৈঠকে বসবে। কোর কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী রয়েছেন। পিরামিড কাঠামোর পদোন্নতির বিপক্ষে অবস্থান ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবি পূরণের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

কোর কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যাচ্ছে, পূর্ণ অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি। অথচ সে অনুসারে নিচের দিকে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের সংখ্যা নগণ্য। মোটামুটি ১০-১২ বছর চাকরির মেয়াদ পার হলেই একজন প্রভাষক থেকে অধ্যাপকের স্তরে পৌঁছে যাচ্ছেন। এতে সরকারের ব্যয় বাড়ছে। যারা একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে ঢুকছেন, তারা সবাই অধ্যাপক হয়ে বের হচ্ছেন। অথচ জনপ্রশাসনে ওপরের দিকে কর্মকর্তা কম, নিচের দিকে বেশি। এতে ভারসাম্য ও চেইন অব কমান্ড মেনে কাজ করা সম্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, জনপ্রশাসন আর বিশ্ববিদ্যালয় একই ধরনের প্রতিষ্ঠান নয়। সেখানে একটি নথির বিষয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে সচিব পর্যন্ত গিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বিভাগের পরীক্ষা কমিটিতে হয়তো একজন প্রভাষক সভাপতি, তার অধীনে একজন অধ্যাপক কমিটিতে অনায়াসে কাজ করছেন। এ ছাড়া একটি বিষয়ে অনেক পাঠক্রম থাকে, প্রতিটি পাঠক্রমে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও একজন করে অধ্যাপক থাকা দরকার। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজের উদাহরণ ও প্রমাণপত্র তুলে ধরে সমকালকে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ই উপরের দিকে বেশি শিক্ষক থাকেন। নিচের দিকে কম। আর বিশ্ববিদ্যালয় যত পুরনো হয়, এই বাস্তবতা ততই প্রকট হয়। পিরামিড কাঠামোতে পদোন্নতি দেওয়া হলে মেধাবীরা আর শিক্ষকতায় আসবেন না। এটা প্রশাসনে চলতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়।

কোর কমিটি সূত্র জানায়, প্রত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন অধ্যাপককে 'সিনিয়র সচিবে'র পদমর্যাদা বা সুপার গ্রেড দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র একজন অধ্যাপককে এই সম্মান দিলে তা হবে না দেওয়ারই শামিল। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ৩৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭৪০ জন অধ্যাপক আছেন। তাদের ২৫ শতাংশ আগে গ্রেড-১ পেতেন। এখন সিনিয়রিটির ভিত্তিতে অন্তত ৫ শতাংশ অধ্যাপককে সুপার গ্রেডে পদোন্নতি দিতে হবে।

সুপার গ্রেড প্রাপ্তির সংখ্যা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন' সরকারের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক এএসএম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, আমলারা গ্রেড-৩, গ্রেড-২ ও গ্রেড-১ থেকে সুপার গ্রেড পর্যন্ত পদোন্নতিতে শতাংশ বা হার বেঁধে দিতে চায়। কখনোই তা মানা হবে না। এটা করা হলে মেধাসম্পন্নরা পদোন্নতি পেতে বাধার সম্মুখীন হবেন। পৃথিবীর সব দেশে মেধা পদোন্নতির (মেরিট প্রমোশন) নজির রয়েছে।

তাদের কর্মবিরতি কর্মসূচি শেষ হয়েছে। টানা ৯ দিন লাগাতার কর্মবিরতি পালন করে শিক্ষকরা গতকাল বুধবার আন্দোলন শেষ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে ফেডারেশনের বৈঠক হবে। এরপর শিক্ষক নেতারা সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন। সেখানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। আজকের সভায় কী হতে পারে জানতে চাইলে ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদউদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, শিক্ষকদের দাবি পূরণের ব্যাপারে অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানানো হবে। এরপর সবার মতামতের আলোকে পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারিত হবে।

ফেডারেশনের একাধিক সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এ মুহূর্তে নতুন করে আর কোনো কঠোর কর্মসূচি দেবেন না শিক্ষকরা। আর 'নরম' কোনো কর্মসূচি দেওয়া হলেও ২১ ফেব্রুয়ারির আগে নয়। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে আর কঠোর আন্দোলনে যাবেন না তারা। দাবি বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মার্চে আন্দোলনে যেতে পারেন। তবে শিক্ষক নেতারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আশ্বাস দিয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমেই দ্রুত সমাধান আসবে।

সূত্রগুলো জানায়, আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে আসবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজক। সেখানে উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকসহ ফেডারেশনের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। শিক্ষকরা আশা করছেন, সে সময় তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সুখবর পেতে পারেন।